KOLKATA
APRIL 26, 2008

Protest against N-power plant after rural poll

TIMES NEWS NETWORK

Midnapore: Even as chief minister Buddhadeb Bhattacharjee keeps harping on the need to step up power generation in East Midnapore in his panchayat poll rallies, members of the Haripur Paramanu Bidyut Prakalpa Pratirodh Andolan (HPBPPA) are quietly preparing to step up their campaign against the proposed nuclear power plant.

Immediately after the panchayat polls, thousands of fishermen and farmers from Haripur will join an agitation under the banner of Macchimar Adhikar Rashtriya Abhiyan that has called for the cancellation of all projects that violate the coastline regulations. Meetings and rallies will be held from May 22 and locals will renew their vigil at all entry points to Haripur to make sure that government representatives can't enter the area.

"The nuclear power plant will not only throw thousands of fishermen out of their jobs but will also do immense harm to the environment of the region. Also, hundreds of farmers will have to give up their land for the project which is unacceptable to us. Even though the government has put the project on hold, it has not yet been officially scrapped. Our campaign will go on till the announcement comes," said Debashish Shyamal of HPBPPA.

Three village panchayats at Haripur, which is around 50 km from Nandigram, will be affected by the proposed power plant. Bamunia, Majilapur and Mayapur panchayats will go to the polls on May 11.

In spite of the agitation and the brewing tension, there will be no attempt to boycott the polls. "On the contrary, we would like the polls to be held smoothly. People of Haripur are looking forward to a change of guard at the panchayats. But the HPBPPA is not taking any side. We are only interested in safeguarding the interests of fishermen and farmers," added Shyamal. West Bengal Socialist Party, CPM and the Trinamool Congress now have one panchayat each in Haripur.

"The fate of the parties will hang on the stand they take on the plant," said Shyamal. On May 1, HPBPPA leaders will be travelling to Jakhoj in Gujarat where the Macchimar Abhiyan will kick-off its save the coast campaign. It will reach East Midnapore on May 22.

দৈনিক স্টেটসম্যান

দেশজুড়ে মৎস্যজীবীদের কালা দিবসের ডাক

EN/DST/13.06.08

নিজস্ব প্রতিনিধি — ভারত সরকার উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন (১৯৯১) বাতিল করে উপকূল ব্যবস্থাপনা (সি জেড এম) বিজ্ঞপ্তি জারি করায় ক্ষোভে ফুঁসছেন উপকূলের ৩ হাজার ২০০ টি গ্রামের ১ কোটি ২০ লক্ষ মৎস্যজীবী। ওই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবিতে ২০ জুন দেশ জুড়ে কালা দিবস পালনের ডাক দিয়েছে ন্যাশনাল ফিস ওয়ারকার্স এণ্ড ফিস ফোরাম। ওই দিন উপকূল সংলগ্ন গ্রামে কেন্দ্রীয় সরকারের অফিস, মূলত ডাকঘরগুলির সামনে বিক্ষোভে সামিল হবেন দেশের মৎস্যজীবীরা। সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দিয়ে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যদি সি জেড এম বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার না করা হয় তাহলে ২২ জুলাই থেকে দেশের মৎস্যজীবীরা দিল্লির যন্তর মন্তরে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিক্ষোভ সমাবেশে সামিল হবেন।

১ মে গুজরাত উপকূল থেকে ফোরামের উদ্যোগে সি জেড এম বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের দাবিতে শুরু হয়েছে দেশ জুড়ে মছলিমার অভিযান। ওই অভিযানে অংশগ্রহণকারীরা দেড় মাস ধরে উপকূলের বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে মঙ্গলবার উড়িষার চিল্কা উপকূলে হাজির হয়েছেন। এদিন রাতেই ওই জাঠা পুরী সমুদ্র উপকূলে হাজির হবে। উপকূলের ৮ হাজার কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে ওই অভিযান কলকাতায় শেষ হবে ২৭ জুন। ২৪ জুন কাঁথিতে মৎস্যজীবীদের মহামিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। ওই দিন পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের মৎস্যজীবীরা ওই মহামিছিলে যোগ দেবেন। মিছিল শেষে কাঁথি টাউনহলে সমাবেশ হবে। ভারত বর্ষের ইতিহাসে এত দীর্ঘ অভিযান দেশ জুড়ে এই প্রথম।

সংগঠনের কার্যনির্বাহী সদস্য দেবাশিস শ্যামল জানিয়েছেন, উপকূলের পরিবেশ সুরক্ষার নামে গোটা ভারতীয় উপকূল এলাকা করপোরেট সংস্থা ও দেশী বিদেশী বহুজাতিক সংস্থার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে ওই সি জেড এমের মাধ্যমে। অথচ ১৯৯১ সালের কোস্টাল জোন রেগুলেশন আইনে উপকূল,পরিবেশ ও মৎসজীবীদের স্বার্থ সুরক্ষিত করা হয়েছিল। অভিযোগ, ভারত সরকারের ওই বিজ্ঞপ্তি কার্যকরী করার জন্য বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে ১৩৭ মিলিয়ন ডলার ভারত সরকার ঋণ নিয়েছে। কিন্তু উপকূল এলাকা থেকে মৎস্য রপ্তানি করে ভারত জানানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের টনক না নড়ায় মৎস্যজীবীরা দেশজুড়ে আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। ফোরামের পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে সার্বিক পরিবেশের স্বার্থে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং ও কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রী মীনা গুপ্তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ফোরামের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সি জেড এম অর্থাৎ কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট চালু হলে সমুদ্রের ভিতর ১২ নটিকাল মাইল ও উপকূল সংলগ্ন পঞ্চায়েতের শেষ সীমানা পর্যন্ত উপকূল নিয়ন্ত্রণ বিধি উঠে যাবে। সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকছে না ওই এলাকায়। এর ফলে উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন ভঙ্গ করার দায়ে যে ১ হাজার টি কোম্পানির বিরুদ্ধে মামলা ঝুলছে তারা ছাড় পেয়ে যাবে। অথচ উপকূল নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সর্বোচ্চ জোয়ার থেকে উপকূলের ডাঙ্গা এলাকার ৫০০ মিটারের মধ্যে কোনও স্থায়ী নির্মাণ বেআইনি ছিল। এই আইন ভাঙ্গার ফলে বহু নামি দামি কোম্পানির নির্মাণ ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ আদালত দিতে পারে এই আশঙ্কা থেকেই ওই আইন তুলে এম এস স্বামীনাথনের পরিকল্পনা অনুযায়ী সি জেড এম চালুর জন্য আইন ভঙ্গকারী প্রতিষ্ঠানদের চাপে ওই আইন তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মৎস্যজীবীদের সর্বভারতীয় সংগঠনের অভিযোগ।

The Statesman

KOLKATA SATURDAY 28 JUNE 2008

Fishworkers forum to demonstrate before Parliament

Statesman News Service

KOLKATA, June 27: To protest against the Union environment and forest ministry's alleged attempt to replace the Costal Regulation Zone (CRZ) Notification by a more corporate friendly Coastal Management Zone (CMZ) Notification, members of the National Fishworkers' Forum (NFF) will demonstrate in front of the Parliament.

NFF will also submit a petition to the Prime Minister to cancel the new notification, said Mr Harekrishna Debnath, chairperson of NFF.

According to Mr Debnath, implementation of CMZ will enable capitalists to explore the coastal areas that will destroy the coastal and aquatic resources. The forum demanded that both state and the union government should not permit setting up of special economic zones, nuclear and thermal power projects, chemical hubs and cottages for tourists within 500 metres from the coast line.

"The setting up of such projects will destroy mangroves and sand dunes that act as natural barriers. Competition among the state governments to bring in more investment in their own state has forced the governments to allow capitalists to chose land any where in the state," said Mr Debnath.

Mr Debnath also opposed the Centre's decision to allow Reliance Industries Limited to set up 10,000 outlets to sell fish as he felt that setting up of these outlets will affect the livelihood of about 17 lakh fish sellers.

"The new law is based on Mr M S Swaminathan's report on coastal environment after the Tsunami. Even after the failure of 'green revolution', the Centre is attempting to bring in 'blue revolution' through CMZ," Mr N D Koli, general secretary of NFF said.

He said that the Centres' decision to allow 97 trawlers of countries like Taiwan, Thailand and Mexico to operate in Indian coasts has affected 1.2 crore fishermen in the country. "Each of these ships net large tons of fish everyday thus resulting in over exploration of the aquatic resources along the Indian coast," said Mr Koli.